উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-৪

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-৪

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক : আতাউল কারীম মাকসুদ

সম্পাদক : সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০২১
প্রথম প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৫০, US $ 17. UK £ 12

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-2-6

Umar Ibn Abdul Aziz
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

উমর ইবনু আবদুল আজিজ। ফারুকি-রক্তের উত্তরাধিকারী। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষলগ্নের মুসলিম উম্মাহর রাহবার। আশ্রয়স্থল। ইসলামের ইতিহাসে তিনি আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মুসলিমিন ও পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ হিসেবে পরিচিত।

তাঁর সম্পর্কে কী আর বলব—বাংলাভাষায় এমন একটি গ্রন্থের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। আলহামদুলিল্লাহ, সেই অভাব এবার পূর্ণ হলো। গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে বার বার অশ্রুসিক্ত হয়েছি। একজন শাসক হয়ে, একজন রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও মানুষ এভাবে জীবনযাপন করতে পারে—গ্রন্থটি না পড়লে আপনি তা বিশ্বাসই করবেন না।

প্রখ্যাত লেখক, ইতিহাসবিদ ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। সাল্লাবির প্রতিটি বইয়ে আমরা তাঁর পরিচয় দিয়ে থাকি। এ দেশের পাঠকসমাজও শায়খ সাল্লাবি আর কালান্তরকে এক করে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া।

গ্রন্থটি ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির 'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস' সিরিজের চতুর্থ খণ্ড। *উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস* সিরিজের খণ্ডগুলোর নাম :

১. মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.।

২. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.।

৩. আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান রাহ.।

৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.।

৫. উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসিদের উত্থান।

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ. গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মুহাদ্দিস মাওলানা আতাউল কারীম মাকসুদ। কালান্তর প্রকাশনী থেকে তাঁর অনূদিত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ।

কিছু বিষয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি। গ্রন্থটিতে বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় কয়েকটি কবিতার অনুবাদ বাদ দিয়েছি; আর কিছু টীকা

বাদ দেওয়া হয়েছে এ কারণে যে, একই গ্রন্থ এবং পৃষ্ঠা নম্বর পাশাপাশি হওয়ায় দুটি উল্লেখ না করে শেষটা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অন্যান্য গ্রন্থের মতো অনুবাদক এবং সম্পাদকের পক্ষ থেকে পাঠকের সুবিধার্থে বেশ কিছু টীকাও সংযোজন করা হয়েছে।

আপনাদের হাতে গ্রন্থটির এখন দ্বিতীয় সংস্করণ। বানানসংশোধন ছাড়া তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে গ্রন্থটির পৃষ্ঠা নতুন করে বিন্যাস করা হয়েছে। এ সংস্করণের কাজটি করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.-এর দরজা বুলন্দ করুন। গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ সকলের জন্য দুআ করি, আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করুন। এই কাজের অসিলায় পরকালে নাজাত নসিব করুন।

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১২ মে ২০২১

অনুবাদকের কথা

খুলাফায়ে রাশিদিনের পর অনেক দিন গত হয়েছে। শতধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে মুসলিম উম্মাহ। কিছুটা অস্থিরতাও বিরাজ করছিল সর্বত্র। ঠিক সে সময় খিলাফতের আসনে বসেন উমর ইবনু আবদুল আজিজ। বিশৃঙ্খল সমাজ ফিরে পায় সোনালি ঐতিহ্য। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় দিগ্‌দিগন্তে।

হাদিসে আছে, 'প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) আগমন করবেন।' নিঃসন্দেহে উমর ইবনু আবদুল আজিজ প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। তিনি শাসকপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন মিসরের গভর্নর।

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনিও বনু উমাইয়া খিলাফতের গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁর মা ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পৌত্রী। নবিজির ইনতিকালের ঠিক ৫০ বছর পর উমর ইবনু আবদুল আজিজের জন্ম। অনেক সাহাবি ও তাবিয়ি তখনো বেঁচে ছিলেন।

ইলমে হাদিস ও ফিকহে তাঁর যোগ্যতা ও পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসের মতো হাদিস বর্ণনা করতেন। বিচক্ষণ ফকিহের মতো ফাতওয়া দিতেন।

৩৭ বছর বয়সে তিনি আমিরুল মুমিনিন নির্বাচিত হন। তখন থেকেই তাঁর জীবনধারা পালটে যায়। সাদাসিধে পোশাক ও সাধারণ খাবার গ্রহণ শুরু করেন। শানশওকত ছেড়ে একজন সাধারণ মুসলমানের মতো জীবনযাপন করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই রাষ্ট্রীয় সংস্কারকাজে হাত দেন। ফলে মুসলিম-সমাজ ফিরে পায় শান্তি ও স্থিরতা। তাঁর খিলাফতকালকে অনেকে আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতের সঙ্গে তুলনা করেন। তারা উমর ইবনু আবদুল আজিজকেও খলিফায়ে রাশিদ মনে করেন।

উমর ইবনু আবদুল আজিজকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক, আরও লেখা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে শায়খ সাল্লাবি লিখিত গ্রন্থটি কিছুটা ব্যতিক্রম। উমর ইবনু আবদুল আজিজের জীবনের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত ইতিহাস

নিপুণভাবে সাজিয়েছেন। শায়খ সাল্লাবির গ্রন্থগুলো অনেকটা এমনই। একটা বিষয়কে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন।

কালান্তর প্রকাশনীর অনুরোধে আর লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক মাওলানা উবায়দুর রাহমান খান নদভীর পরামর্শে এর অনুবাদ শুরু করি। হুজুর বার বার বলছিলেন, 'আজকের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হলে উমর ইবনু আবদুল আজিজকে পড়তে হবে, জানতে হবে তাঁর বিস্ময়কর খিলাফতের আগাগোড়া ইতিহাস।'

কালান্তর প্রকাশনী সৃজনশীল ও অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান। আবুল কালাম আজাদ ভাই সন্তানের মতো আগলে রেখেছেন। তাঁর ভালোবাসা ও উদ্যমে গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখছে। জাজাহুল্লাহু তাআলা।

সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ। আমার প্রিয় ছাত্র। নিজের গ্রন্থ মনে করে কাজ করেছে। তাঁর হাতের ছোঁয়া পেয়েই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং আজকে আপনাদের হাতে পৌঁছতে পেরেছে। সংযোজন-বিয়োজন, ভাষাসম্পাদনা ও বানানসংশোধন সবই সে করেছে। আল্লাহ প্রিয় সালমানকে নেক হায়াত দান করুন। খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রসেনানী হিসেবে কবুল করুন।

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক সকলকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। রোজ কিয়ামতে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাতারে আমাদের গণ্য করুন।

আতাউল কারীম মাকসুদ
জামিআ ইউসুফ বানুরি, ঢাকা
২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

উমর ইবনু আবদুল আজিজের শাসনকাল # ২১

এক : জন্ম ও খিলাফত ২১
দুই : উমর ইবনু আবদুল আজিজের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক বিষয় ২৮
তিন : ইলমি যোগ্যতা ৩৭
চার : ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফতকাল ৩৮
পাঁচ : সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিকের সময় তাঁর ভূমিকা ৪৯
ছয় : উমর ইবনু আবদুল আজিজের খিলাফত ৫৫
সাত : উমর ইবনু আবদুল আজিজের শাসনে স্বাধীনতা ৯২

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমরের মহৎ গুণাবলি ও সংস্কার # ৯৬

এক : কিছু মৌলিক গুণ ৯৬
দুই : উমর ইবনু আবদুল আজিজ সফল মুজাদ্দিদ ১১৩

তৃতীয় অধ্যায়

আহলুস সুন্নাহর আকিদায় গুরুত্ব প্রদান # ১২৫

এক : একত্ববাদ ১২৫
দুই : আল্লাহর গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে উমরের আকিদা ১৩২
তিন : আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে উমরের আকিদা ১৩৫
চার : মসজিদকে কবর বানানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ১৩৮
পাঁচ : উমর ইবনু আবদুল আজিজের কাছে ইমানের অর্থ ১৩৯
ছয় : পরকালের ওপর ইমান ১৪১

সাত : কুরআন-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ১৫০
আট : সাহাবিগণের বিষয়ে তাঁর অবস্থান ১৫৪
নয় : আহলে বায়তের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ১৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

খারিজি, শিয়া, কাদরিয়া, মুরজিয়া ও জাহমিয়াদের ব্যাপারে উমর ইবনু আবদুল আজিজের অবস্থান # ১৫৯

এক : খারিজি ১৫৯
দুই : শিয়া ১৬৯
তিন : কাদরিয়া মতবাদ ১৭১
চার : মুরজিয়া ১৮৩
পাঁচ : জাহমিয়া ১৮৫
ছয় : মুতাজিলা ১৮৯

পঞ্চম অধ্যায়

উমর ইবনু আবদুল আজিজ ইলমি, দাওয়াতি ও সামাজিক জীবন # ১৯৫

এক : সামাজিক জীবন ১৯৫
দুই : উমর ইবনু আবদুল আজিজ ও আলিমগণ ২২৬
তিন : উমর ও উমাইয়া শাসনামলে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৩২
চার : তাফসিরের ক্ষেত্রে তাবিয়িগণের পদ্ধতি ২৪৭
পাঁচ : উমর ইবনু আবদুল আজিজ কর্তৃক সুন্নাহর খিদমাত ২৬১
ছয় : হাদিস সংকলনে উমর ইবনু আবদুল আজিজের পদ্ধতি ২৬৩
সাত : হাদিস সংকলনের ফল ২৬৫
আট : তাবিয়িগণের যুগে ইলমে তাসাওউফ ২৭০
নয় : উমরের সময় ইসলামের বিজয় ৩০৩
দশ : দীনের দাওয়াত ৩০৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক সংস্কার # ৩১৬

এক : উমর ইবনুল আজিজের আর্থিক রাজনীতি ৩১৭
দুই : অর্থনৈতিক উন্নয়নে উমর ইবনু আবদুল আজিজের পদক্ষেপ ৩১৯
তিন : আমদানির ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজের নীতি ৩২৪
চার : সরকারি সম্পদ ব্যয়ের নীতি ৩৩৪

সপ্তম অধ্যায়

বিচাকার্য ও উমর ইবনু আবদুল আজিজের ইজতিহাদ # ৩৪১

এক : বিচার ও সাক্ষ্যগ্রহণ ৩৪১
দুই : কিসাস-সংক্রান্ত আলোচনা ৩৪৮
তিন : দিয়তবিষয়ক আলোচনা ৩৪৯
চার : শাস্তিবিষয়ক আলোচনা ৩৫৩
পাঁচ : তাজির-সংক্রান্ত বর্ণনা ৩৬০
ছয় : গ্রেপ্তার ও বন্দিনীতি ৩৬২
সাত : জিহাদের নীতিমালা ৩৬৩
আট : বিয়ে এবং তালাক ৩৬৬

অষ্টম অধ্যায়

ফিকহি-প্রতিষ্ঠান, মৃত্যুশয্যা ও ইনতিকাল # ৩৭১

এক : নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর ৩৭১
দুই : কল্যাণকামিতার প্রতি লক্ষ রেখে আমিল নির্বাচন ৩৭৪
তিন : রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে খবর রাখা ৩৭৬
চার : রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ৩৭৯
পাঁচ : উমর ইবনু আবদুল আজিজের রাষ্ট্রের অবকাঠামো ৩৮০
ছয় : বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ৩৮২
সাত : কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ৩৮৭
আট : উমর ইবনু আবদুল আজিজের মূল হাতিয়ার ৩৯০
নয় : সময়ের গুরুত্ব ৩৯৩
দশ : দায়িত্ব বণ্টন ৩৯৭

অন্তিম সময় # ৪১০

এক	: উমর ইবনু আবদুল আজিজের সর্বশেষ ভাষণ	৪১০
দুই	: বিষ পান করানো	৪১১
তিন	: কবরস্থান ক্রয়	৪১২
চার	: ওসিয়ত	৪১৩
পাঁচ	: সন্তানের জন্য ওসিয়ত	৪১৪
ছয়	: গোসল ও কাফন-দাফন	৪১৬
সাত	: মৃত্যুকালীন কষ্ট অপছন্দ করা	৪১৭
আট	: মৃত্যুক্ষণ	৪১৭
নয়	: মৃত্যুর তারিখ	৪১৮
দশ	: রেখে-যাওয়া সম্পদ	৪১৮
এগারো	: মৃত্যুর পর মানুষের প্রশংসা	৪১৯
বারো	: কারামাত	৪২২
তেরো	: শোকগাথা	৪২৩

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দুরূদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। আল্লাহ বলেন,

> হে মুমিনগণ, অন্তরে আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনো অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু (না আসে; বরং) এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম। [সূরা আলে ইমরান : ১০২]

আল্লাহ আরও বলেন,

> হে লোকসকল, নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা) ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। [সূরা নিসা : ১]

আল্লাহ আরও বলেন,

> হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহা সফলতা অর্জন করল। [সূরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি যেমন প্রশংসার উপযুক্ত। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি আপনার সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আপনার প্রশংসা সর্বদা, সন্তুষ্ট হওয়ার আগেও, পরেও।

এই গ্রন্থ একজন উমাইয়া খলিফার জীবনচরিত। গ্রন্থটিতে উমর ইবনু আবদুল আবদুল আজিজ রাহ.-এর জীবনচরিত সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তাঁর জীবনী, জ্ঞানার্জন এবং খলিফা ওয়ালিদ ও সুলায়মানের শাসনামলে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়েও আলোচনা করেছি। তাঁর খিলাফতকাল, তাঁর হাতে লোকজনের বায়আতগ্রহণ ও রাষ্ট্র-পরিচালনায় তাঁর কর্মপন্থা, শূরাব্যবস্থার প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপ, ন্যায়বিচার, মানুষের দখলকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার নিয়েও আলোচনা করেছি। আরও আলোচনা করেছি ক্রীতদাস ও জিম্মিদের ওপর অন্যায়-অবিচার দূর করা ও সমরকন্দবাসীর সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ নিয়ে। তাঁর শাসনামলে জনগণের স্বাধীনতা—যেমন : চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করেছি।

আল্লাহর ভয়, দুনিয়াবিমুখতা, বিনয়, ক্ষমা, সহনশীলতা, ধৈর্য, ন্যায়বিচার, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি, দুআ ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে তা-ও আলোচনা করেছি। উমর ইবনু আবদুল আজিজের কিছু সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে—যেমন : রাষ্ট্রীয় সব বিষয়ে আমানত রক্ষা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। আলোচনা করেছি মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারকের গুণাবলি নিয়ে—যেমন : সহিহ আকিদার ধারক হওয়া, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হওয়া, ইলমে দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ও যুগসচেতন হওয়া, চিন্তাচেতনা বিশুদ্ধ ও ভেজালমুক্ত হওয়া, আপন যুগের মানুষের বিভিন্নভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি।

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের অনুসারী থাকার বিষয়টি নিয়েয় খোলামেলা আলোচনা করেছি—যেমন : আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর গুণবাচক নাম, ইমানের মর্মার্থ, পরকাল-দিবসের উপর ইমান, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস, কবরের আজাব, জান্নাত-জাহান্নাম, আমল ওজন করার পাল্লা, হাউজে কাউসার, পুলসিরাত, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আকিদা উল্লেখ করেছি। সাহাবিগণের মতানৈক্যের বিষয়ে তাঁর অবস্থান এবং আহলে বায়তের সঙ্গে তাঁর আচরণের ব্যাপারগুলোও আলোচনা করেছি। খারিজি, শিয়া ও কাদরিয়াদের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিও বর্ণনা করেছি।

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.-এর ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা করেছি। সন্তানদের ব্যাপারে তাঁর কর্মপন্থা, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে

তাঁর সতর্কতা—যেমন : বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও মনোযোগী শিক্ষক নির্বাচন, তাঁদের জন্য পাঠ্যসূচি নির্ধারণ, শিক্ষা-দীক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন, লেখাপড়ার জন্য সময় নির্ধারণ, এসব প্রচেষ্টার ফল এবং ছেলে আবদুল মালিকের বেড়ে ওঠার বিষয়েও আলোচনা করেছি। সমাজের লোকদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ও অবস্থান, মানুষের সংশোধনে তাঁর চিন্তাধারা, পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে নসিহতপ্রদান, সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল সংশোধন, বংশীয় আধিপত্যের অপনোদন, ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করা, বিভিন্ন দেশের মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা, অসহায়-দরিদ্র লোকজনকে প্রচুর অর্থসম্পদ দান করে তাদের সচ্ছল করে তোলা, মহিলাদের মোহর পরিশোধের ব্যবস্থা করা, কবিদের সঙ্গে কৃত আচরণ, আলিমদের প্রতি সম্মান, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে আলিমদের সক্রিয় করা ও তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা, সংস্কারমূলক কাজে তাঁদের সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পাদনের গুরুত্ব তাঁদের অন্তরে জাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনু আবদুল আজিজের যুগে ইসলামিবিশ্বের মাদরাসাসমূহ নিয়েও আলোচনা করেছি—যেমন : সিরিয়ার মাদরাসা, হিজাজের মাদরাসা, ইরাকের মাদরাসা, মিসরের মাদরাসা।

কুরআনের তাফসির-বিষয়ে তাবিয়িদের নীতি, হাদিস সংকলনে উমর ইবনু আবদুল আজিজের কর্মপন্থা, তাসাওউফ বিষয়ে তাবিয়িদের অবস্থান বিষয়েও কথা বলেছি। এ বিষয়ে উদাহরণসহ হাসান বসরি রাহ. ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ—যেমন : আইয়ুব সাখতিয়ানি, মালিক ইবনু দিনার, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসিদের বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আলোকপাত করেছি হাসান বসরির মুতাজিলা না-হওয়ার ব্যাপারে। হাসান বসরির সঙ্গে উমর ইবনু আবদুল আজিজের যোগাযোগ এবং রাষ্ট্রীয় কাজে তাঁর পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারেও আলোচনা করেছি। হাসান বসরি রাহ. এক দীর্ঘ চিঠিতে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর গুণাবলির কথা উল্লেখ করে তাঁকে সতর্ক করেছেন, সেই চিঠিও উল্লেখ করেছি।

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ. দায়ি ও আলিমসমাজের কর্মপন্থা প্রণয়ন করে দেন। ইলমে দীনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অনন্যসাধারণ ত্যাগ, পরিশ্রম, উত্তর আফ্রিকার দূরবর্তী এলাকায় আলিমদের পাঠানো, সেখানকার লোকদের জীবন কুরআন-সুন্নাহর আদলে সজ্জিত করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ইসলামের আহ্বান ও ইসলামগ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর্থিক ও রাজনৈতিক

বিষয়ে তাঁর কর্মপন্থা ও সংস্কার-বিষয়ে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়প্রতিষ্ঠা, অন্যায় ও জুলুম প্রতিহত করা, জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠার জন্য বৈধ কর্মপন্থা গ্রহণ করা, জনগণকে হালালভাবে সম্পদ উপার্জনে উদ্‌বুদ্ধ করার বিষয়গুলোরও উল্লেখ হয়েছে।

কৃষি-উপযোগী বহু অনাবাদি ভূমি তিনি চাষের উপযুক্ত করেছেন, ট্যাক্সের জমিন বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, কৃষকদের সহযোগিতা করা ও কৃষিবিষয়ে তাদের পরামর্শ প্রদান করেছেন। কৃষকদের থেকে কর কমিয়ে দেওয়া, অনাবাদি ভূমি চাষাবাদের উপযুক্ত করতে কৃষকদের উদ্‌বুদ্ধ করা, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর নানা কার্যক্রম তুলে ধরেছি। বায়তুলমাল থেকে সম্পদ ব্যয়ে তাঁর নীতি ও সতর্কতা, উমাইয়া বংশীয় লোক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাগ্রহণ স্থগিত করে দেওয়া, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ইজতিহাদ—যেমন : রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও বিচারকদের হাদিয়া গ্রহণে তাঁর কঠোরতা—এভাবে আরও বহু বিষয়ে তাঁর ইজতিহাদ নিয়ে আলোচনা করেছি।

তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদের দায়িত্ব প্রদান করা, দায়িত্বশীলদের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করা, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর দক্ষতা, যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতার আলোচনা উল্লেখিত হয়েছে। মিথ্যা ও দুর্নীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি করা, হাদিয়া-গ্রহণ নিষিদ্ধ করা, অপব্যয় করতে নিষেধ করা, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ব্যবসা করতে বাধা দেওয়া, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক-যোগাযোগ সহজ করে দেওয়া, সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন। উমর ইবনু আবদুল আজিজ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলিতে সংস্কার আনার মূল কারণ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামের যাবতীয় বিধান বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা আরোপ করা, কুরআন-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, তাঁর খিলাফতকালে মুসলমানদের বিজয়, সম্মান ও রিজিকের ব্যাপকতা ও বরকত নিয়ে আলোচনা করেছি। উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.-এর মৃত্যুশয্যা ও মৃত্যু নিয়েও আলোচনা করেছি।

প্রথম শতাব্দীর শেষলগ্নে উমর ইবনু আবদুল আজিজের জন্মগ্রহণ ও সমাজে